বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আইন, ২০২০

সূচী

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারা-১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন	১
ধারা-২	সংজ্ঞার্থ	১-২
ধারা-৩	এই আইনের প্রাধান্য	২
ধারা-৪	প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিতকরণ	২-৩
ধারা-৫	প্রধান কার্যালয়, শাখা, ইত্যাদি	৩
ধারা-৬	বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কার্যাবলি	৩
ধারা-৭	শেয়ার মূলধন	৪
ধারা-৮	তহবিল বা ফান্ড গঠন ও পরিচালনা	৪
ধারা-৯	পর্ষদের গঠন, পরিচালন, সভা, ইত্যাদি	৪-৫
ধারা-১০	অন্যান্য কমিটি	৫
ধারা-১১	পরিচালকের যোগ্যতা	৫-৬
ধারা-১২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	৬
ধারা-১৩	জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো, পরিচালনা, ইত্যাদি	৬
ধারা-১৪	সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, পরিদর্শন, ইত্যাদি	৬
ধারা-১৫	সাবসিডিয়ারি কোম্পানি	৭
ধারা-১৬	ক্ষমতা অর্পণ	৭
ধারা-১৭	খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায় এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কতিপয় ক্ষমতা	৭
ধারা-১৮	কতিপয় তথ্য, ইত্যাদি তলব করিবার ক্ষমতা	৭
ধারা-১৯	ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন ও সেকেন্ডারী বাজার (Secondary Market) উন্নয়ন	৮
ধারা-২০	বাজেট, অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা ও প্রতিবেদন দাখিল ইত্যাদি	৮
ধারা-২১	কর, শুল্ক, মুসক, নিবন্ধন ফি, হইতে অব্যাহতি, ইত্যাদি	৮
ধারা-২২	মুনাফা বণ্টন, সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা	৯
ধারা-২৩	ঋণ গ্রহণ ও তহবিল সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা	৯
ধারা-২৪	বিধি প্রণয়ন	৯
ধারা-২৫	প্রবিধান প্রণয়ন	৯
ধারা-২৬	মামলা করিবার অধিকার, ইত্যাদি	৯-১০
ধারা-২৭	জামানতের উপর অধিকার ও স্বত্ব অধিগ্রহণ, ইত্যাদি	১০-১১
ধারা-২৮	কর্তৃত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা, ইত্যাদি	১১-১২
ধারা-২৯	বিরোধ নিষ্পত্তি	১২
ধারা-৩০	বিশেষ ক্ষমতা	১২
ধারা-৩১	বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তার ঘোষণা	১২
ধারা-৩২	অপরাধ ও শাস্তি	১৩
ধারা-৩৩	সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রম রক্ষণ	১৩
ধারা-৩৪	কোম্পানির অবসায়ন	১৩
ধারা-৩৫	গবেষণা ও উন্নয়ন	১৩
ধারা-৩৬	সংশোধন করিবার ক্ষমতা	১৩

বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আইন, ২০২০

যেহেতু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণ (Non-Performing Loan-NPL), অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায় ও ব্যবস্থাপনা, সিকিউরিটাইজেশন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ত করিয়া খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন, সেকেন্ডারী বাজার (Secondary Market) প্রতিষ্ঠাকরণ, প্রসার ও উন্নয়ন, এতদসংক্রান্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন - (১) এই আইন 'বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী আইন, ২০২০' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোম্পানির কার্যক্রম ও ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) 'অর্থ ঋণ আদালত' অর্থ 'অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩'-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত আদালত;

(২) 'অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট' অর্থ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠানের খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয়, সংরক্ষণ, আদায়, পুনর্গঠন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও ব্যবস্থাপনা, ঋণ গ্রহীতা রূগ্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্সিং, আধুনিকায়ন, বিস্তার ও প্রতিস্থাপন (BMRE), পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা;

(৩) 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নং আইন)'-এর ধারা ২-এর দফা (খ)-তে বর্ণিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(৪) 'আর্থিক বিবরণী' অর্থ 'ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ নং আইন)'-এর ধারা ২-এর দফা (৩)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী;

(৫) 'ঋণ' অর্থ 'অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নং আইন)'-এর ধারা ২-এর দফা (গ)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(৬) 'ঋণ গ্রহীতা' অর্থ উপরোক্ত (৫) নং দফায় প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৭) 'কোম্পানি' অর্থ এই আইনের ধারা ৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কোম্পানি (BAMCO);

(৮) 'খেলাপী ঋণ' অর্থ 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)'-এর ধারা ৫-এর দফা (গগ)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী খেলাপী ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(৯) 'খেলাপী ঋণ গ্রহীতা' অর্থ 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)'-এর ধারা ৫-এর দফা (গগ)-এর অধীন কোনো দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রীম, ঋণ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে;

(১০) 'চেয়ারম্যান' অর্থ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;

(১১) 'জামানত' অর্থ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট জামানত, সহ-জামানত, প্রকল্প সম্পত্তি এবং প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিসহ ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জামানত;

(১২) 'জামানতী ঋণ বা অগ্রিম' অর্থ 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)'-এর ধারা ৫-এর দফা (ঙ)-এর অধীন সেই ঋণ বা অগ্রিম যাহা সম্পদের জামানত গ্রহণ করিয়া প্রদান করা হয়

এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ণীত উক্ত সম্পদের বাজার মূল্য কোনো সময়েই ঋণের পরিমাণের চাইতে কম হয় না;

(১৩) 'জামানত বিহীন ঋণ বা অগ্রিম' অর্থ 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)'-এর ধারা ৫-এর দফা (ঙ)-এর অধীন সেই ঋণ বা অগ্রিম বা উহার ঐ অংশ যাহার বিপরীতে কোনো জামানত গ্রহণ করা হয় না;

(১৪) 'ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় গৃহীত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী ননপারফর্মিং (বিরূপভাবে শ্রেণীকৃত) ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ বা ননপারফর্মিং সম্পদ (Non-Performing Asset-NPA);

(১৫) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৬) 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা' অর্থ কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(১৭) 'পরিচালক' অর্থ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক;

(১৮) 'পর্ষদ' অর্থ বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ;

(১৯) 'পুনর্গঠন (Restructuring)' অর্থ খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বা ব্যবস্থাপনা বা আর্থিক পুনর্গঠন;

(২০) 'বন্ড'-এর অর্থ সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত যে কোনো ধরনের বন্ড;

(২১) 'ব্যাংক-কোম্পানি' অর্থ 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)'-এর ধারা ২-এর দফা (ণ)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী ব্যাংক-কোম্পানী;

(২২) 'বাংলাদেশ ব্যাংক' অর্থ 'Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 1972)-এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank;

(২৩) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৪) 'বিনিয়োগ' অর্থ ইক্যুইটি বা বন্ড বা ডিবেঞ্চার বা প্রচেষ্টা মূলধন বা উদ্ভাবন মূলধনে বিনিয়োগ এবং অন্য কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ;

(২৫) 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক' অর্থ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সাময়িকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে-কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(২৬) 'সম্পদ' অর্থ:

(ক) স্থাবর সম্পদ;

(খ) অস্থাবর সম্পদ;

(গ) যে-কোনো অর্থ পাইবার অধিকার;

(ঘ) কোনো সম্পদের বিপরীতে আদায়যোগ্য অর্থ;

(২৭) 'সিকিউরিটাইজেশন' অর্থ বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কর্তৃক অর্জিত পুঞ্জীভূত ও সমগোত্রীয় সম্পদের বিপরীতে বন্ড বা সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল গঠন; এবং

(২৮) 'শেয়ার' অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত অথবা বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত যে-কোনো জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধিত শেয়ার।

৩। এই আইনের প্রাধান্য - আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ-এর আদায় এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিতকরণ - (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (BAMCO) নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কোম্পানি একটি শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর, উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কোম্পানি ইহার নিজ নামে যে-কোনো আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নং আইন)-এ যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোম্পানি যে-কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায়, ব্যবস্থাপনা, হ্রাসকরণ, এবং 'অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট' ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে, দেশি বা বিদেশি, যে-কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে; (৪) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসমূহের যথাযথ পরিপালন ব্যতীত কোনো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এইসংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

৫। প্রধান কার্যালয়, শাখা ইত্যাদি - কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং প্রয়োজনবোধে, কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনার স্বার্থে উপযুক্ত স্থানে উহার এক বা একাধিক আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয় এবং এজেন্সি স্থাপন করিতে পারিবে; তদ্ব্যতীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগসংক্রান্ত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে, প্রয়োজনবোধে, বিদেশেও এক বা একাধিক কার্যালয় এবং এজেন্সি স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কার্যাবলি - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীনে, কোম্পানি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে:

(১) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ ক্রয়, বিক্রয়, সংরক্ষণ, আদায়, এবং পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা।

(২) খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, প্রসার ও উন্নয়ন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও ব্যবস্থাপনা।

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্সিং, আধুনিকায়ন, বিস্তার ও প্রতিস্থাপন (BMRE) বা এই সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা।

(৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইন)-এর ধারা ৭৪-এর ন্যায় 'সরকারি রিসিভার' হিসাবে দায়িত্ব পালন।

(৬) খেলাপী ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন, পোর্টফোলিও এবং সম্পদের পুনর্গঠন।

(৭) খেলাপী ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির সম্পদ বা জামানত অর্জন, দখল, নিষ্পত্তিকরণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ।

(৮) খেলাপী ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির দেউলিয়াগ্রস্থ অবস্থা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৯) এই আইনের অধীনে অর্জিত সম্পদ বা জামানতের বিক্রয় বা হস্তান্তর ও লিজ প্রদান।

(১০) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকারি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ঋণ আদায় সহায়তা (Credit recovery support) সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা।

(১১) মূলধন বা তহবিল বা ফান্ড গঠন বা বৃদ্ধিকল্পে, এক বা একাধিক, দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বা ফান্ড/ফান্ড ম্যানেজার-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও ব্যবস্থাপনা।

(১২) খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও আদায়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি-কে পরামর্শ সেবা প্রদান এবং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।

(১৩) শেয়ার, বন্ড বা ডিবেঞ্চার ইস্যুর লক্ষ্যে কোম্পানির পক্ষে ট্রাস্ট গঠন ও ট্রাস্টি নিযুক্তকরণ এবং এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাবলি।

(১৪) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা-সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন।

(১৫) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি অন্তর্ভুক্তকরণ।

৭। শেয়ার মূলধন- (১) কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন হইবে ৫ (পাঁচ) হাজার কোটি টাকা যাহা প্রতিটি ১০ (দশ) টাকা মূল্যের ৫০০ (পাঁচশত) কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সময় সময়, অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
(২) কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩ (তিন) হাজার কোটি টাকা যাহা সরকার কর্তৃক অর্পিত এবং বরাদ্দ করা হইবে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, সময়ে সময়ে, বৃদ্ধি করা যাইবে।
(৩) উপধারা (২)-এ যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোম্পানি, যে-কোনো আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা/সংস্থাসমূহ হইতে সরকারের অনুমোদনক্রমে অনুদান (Grant) বা পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৮। তহবিল বা ফান্ড গঠন ও পরিচালনা - (১) কোম্পানি প্রয়োজনে পুঁজিবাজার (Capital Market) হইতে বন্ড/ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল বা ফান্ড সংগ্রহ করিতে পারিবে।
(২) কোম্পানি তহবিল বা ফান্ড গঠন বা বৃদ্ধিকল্পে, এক বা একাধিক, দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বা ফান্ড/ফান্ড ম্যানেজার-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বা ফান্ড/ফান্ড ম্যানেজারগণ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির অধীনে 'জেনারেল পার্টনার (General Partner)' হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং কোম্পানির সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তহবিল বা ফান্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোম্পানির সহিত যৌথভাবে পরিচালনা করিবে এবং পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, কোম্পানি, 'জেনারেল পার্টনার (General Partner)'-এর সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গঠিত উক্ত তহবিল বা ফান্ড, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা-৬-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবহার করিতে পারিবে।

৯। পর্ষদের গঠন, পরিচালন, সভা ইত্যাদি - (১) কোম্পানির কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং সাধারণ তত্ত্বাবধান একটি পর্ষদের উপর ন্যস্ত হইবে এবং কোম্পানি যেসকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিতে পারিবে, উক্ত পর্ষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিবে।
(২) স্ব স্ব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত এবং সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কোম্পানির পর্ষদ নিম্নবর্ণিত উপায়ে গঠিত হইবে:

(ক)	চেয়ারম্যান	: সরকার কর্তৃক নিযুক্ত;
(খ)	পরিচালক	: অর্থ বিভাগের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে);
(গ)	পরিচালক	: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে);
(ঘ)	পরিচালক	: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১ (এক) জন সদস্য, (৩য় গ্রেড পদমর্যাদার নিম্নে নহে);
(ঙ)	পরিচালক	: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, (৩য় গ্রেড পদমর্যাদার নিম্নে নহে);
(চ)	পরিচালক	: এটর্নি জেনারেল অফিসের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, (ডেপুটি এটর্নি জেনারেল-এর নিম্নে নহে);
(ছ)	পরিচালক	: বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, (৩য় গ্রেড পদমর্যাদার নিম্নে নহে);
(জ)	পরিচালক	: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (৩য় গ্রেড পদমর্যাদার নিম্নে নহে);
(ঝ)	পরিচালক	: বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (৩য় গ্রেড পদমর্যাদার নিম্নে নহে);
(ঞ)	পরিচালক	: ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের ১ (এক) জন প্রতিনিধি,

(৩য় গ্রেড পদমর্যাদার নিম্নে নহে);

(ট) পরিচালক : কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের ১ (এক) জন অধ্যাপক, (সরকার কর্তৃক মনোনীত)

(ঠ) পরিচালক : ১ (এক) জন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট/ চার্টার্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, (সরকার কর্তৃক মনোনীত);

(ড) পরিচালক : এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঢ) পরিচালক : এফবিসিসিআই কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ণ) পরিচালক : কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদার প্রাক্তন কোনো কর্মকর্তা বা ব্যাংকিং পেশায় অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে সরকার চুক্তিভিত্তিক কোম্পানির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে, যিনি পরিচালনা পর্ষদেরও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) পরিচালক পদের মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর হইবে; তবে কোম্পানির পরিচালকগণ একাদিক্রমে সর্বোচ্চ দুইটি মেয়াদের অধিক থাকিতে পারিবেন না।

(৫) পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত কোম্পানির ১ (এক) জন কর্মকর্তা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে এক বা একাধিক পরিচালক পদত্যাগ করিলে বা মৃত্যুবরণ করিলে বা পর্ষদ কর্তৃক ধারা ১৬-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অপসারিত হইলে পর্ষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সরকার, অন্তর্বর্তীকালীন এক বা একাধিক, পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) পরিচালকগণ পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত বা ন্যস্তকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৮) পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি ও এই সংশ্লিষ্ট যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পর্ষদ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি যে-কোনো বিষয়াদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। অন্যান্য কমিটি - পর্ষদ ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, যে-কোনো প্রয়োজনে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১১। পরিচালকের যোগ্যতা - (১) কোনো ব্যক্তি পরিচালক হইবেন না বা পরিচালক হিসেবে থাকিতে পারিবেন না যদি তিনি –

(ক) নিজে কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ বা খেলাপী হন; অথবা

(খ) আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দন্ডিত হন; অথবা

(গ) এমন কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকেন, যাহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে; অথবা

(ঘ) নৈতিক স্খলনের কারণে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন; অথবা

(ঙ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন; অথবা

(চ) আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন; অথবা

(ছ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; অথবা

(জ) পর্ষদের পর পর ৩ (তিন) টি সভায় অননুমোদিত ভাবে অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(ঝ) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে-কোনো কর্পোরেশন বা যে-কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা প্রভাব বিস্তারকারী শেয়ারধারী হন বা নিয়মিত বেতনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী হন; অথবা

(ঞ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রীধারী না হন; অথবা

(ট) কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ব্যাংকিং পেশায় অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের অভিজ্ঞ না হন।

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যদি ইতঃপূর্বে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য কোম্পানির পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করিলেও বর্ণিত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ কোম্পানীতে পরিচালক হিসাবে পূর্ণ করিতে পারিবেন। উল্লেখ থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, পরবর্তীকালে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করিলেও, পরবর্তী ১ (এক) টি মেয়াদের জন্যে উক্ত পরিচালককে পুনরায় নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা – (১) সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে জাতীয় বেতন কাঠামোর ২য় বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কোনো কর্মকর্তাকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) হইবেন।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত বা ন্যস্তকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

১৩। জনবল, সাংগঠনিক-কাঠামো, পরিচালনা ইত্যাদি – (১) সরকারের নীতিগত অনুমোদনক্রমে, ইহার কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও সাংগঠনিক-কাঠামো পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা-অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(২) কোম্পানি, পর্ষদের অনুমোদন ক্রমে, ইহার কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিতসংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারি, উপদেষ্টা, প্রতিনিধি (Agent), ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি (Management agent), জেনারেল পার্টনার (General Partner), আইনজীবী, নিরীক্ষক, বহির্নিরীক্ষক, আপস-আলোচনাকারী (negotiator) এবং বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কোম্পানি (BAMCO), সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোম্পানির (BAMCO) এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির যৌথ সম্মতিতে প্রণীত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে উহার যে-কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারিকে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, পরিদর্শন ইত্যাদি – (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীনে কোম্পানিকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহযোগিতার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানির সহিত সমন্বয় সাধন করিবে।

(২) এই ধারার দফা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোম্পানির কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, কোম্পানি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) কিংবা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহা হইতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতাদের যে-কোনো ধরণের তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি যথাযথ গোপনীয়তা ও সতর্কতার সহিত উক্ত সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, যে-কোনো সময়, বহির্নিরীক্ষক কর্তৃক কোম্পানির কার্যাবলীর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিদর্শন সমাপ্তির পর, বহির্নিরীক্ষক, উক্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের অনুলিপি যথাযথ সুপারিশসহ সরকার ও কোম্পানির পর্ষদ বরাবর সরবরাহ করিবেন।

১৫। সাবসিডিয়ারি কোম্পানি - কোম্পানি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, এক বা একাধিক সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন করিতে বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো বিদ্যমান কোম্পানির (BAMCO) নিয়ন্ত্রণমূলক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত এই ধরনের কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানি যে পর্যন্ত না কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অধীন নিবন্ধিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয় এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কার্যকর হইয়াছে এই মর্মে সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে কোনো প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়, সে পর্যন্ত উহার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিবে না।

১৬। ক্ষমতা অর্পণ - কোম্পানির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এবং ইহার ব্যবসায়িক লেনদেন সহজতর করিবার জন্য পর্ষদ প্রয়োজনীয় মনে করিলে এই আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারণযোগ্য শর্ত ও সীমাবদ্ধতা-সাপেক্ষে, যদি থাকে, উহার এইরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব কোম্পানির পর্ষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটি বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কোম্পানির অধস্তন যে-কোনো কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অর্পণ করিতে পারিবে; তবে উল্লেখ থাকে যে, এইরূপ অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য ঘটনোত্তোর পরবর্তী পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৭। খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায় এবং ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কতিপয় ক্ষমতা –

এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায় ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে, এই আইনের বিধানাবলি-সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে:

(১) খেলাপী ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির ব্যবসায়ের যথাযথ দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ বা কর্তৃত্ব গ্রহণ (take over)।

(২) খেলাপী ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয় বা লিজ।

(৩) কোম্পানি কর্তৃক ক্রয়কৃত খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে নির্ধারিত মেয়াদ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ-এর পুনর্গঠন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জামানতের দখল, সুরক্ষা, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিজ বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) খেলাপী ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ঋণের, গুণগত মান বিবেচনাপূর্বক, সম্পূর্ণ বা যে-কোনো অংশ শেয়ারে রূপান্তরকরণ (conversion)।

১৮। কতিপয় তথ্য ইত্যাদি তলব করিবার ক্ষমতা - অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানির নিকট যদি এই র্মমে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো ব্যক্তি ধারা ৪-এর দফা (৪)-এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছে, তাহা হইলে কোম্পানি (BAMCO) উক্ত কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে, বা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায় করিতেছেন বা কোনো সময় করিয়াছিলেন বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কোম্পানি, পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, সরকারের নিকট অনুরোধ করিতে পারিবে।

১৯। ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন ও সেকেন্ডারী বাজার (Secondary Market) উন্নয়ন – কোম্পানি পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ত করিয়া খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণের ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন, ননপারফর্মিং ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে সেকেন্ডারী বাজার (Secondary Market) সৃষ্টি, প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক বা জনস্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় বা অন্য কোনোভাবে উপকারী বলিয়া মনে করিবে, সেই সকল উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারকে সুপারিশ করিতে পারিবে।

২০। বাজেট, অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা ও প্রতিবেদন দাখিল ইত্যাদি – (১) কোম্পানির আর্থিক বৎসর সরকারের আর্থিক বৎসরের অনুরূপ হইবে।
(২) কোম্পানির ব্যবসায়ের পরিকল্পনা ও বাজেট পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হইবে।
(৩) কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনার জন্য লেনদেনের স্বার্থে অন্যান্য তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকে 'চলতি হিসাব' রক্ষণাবেক্ষণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনার জন্য লেনদেনের স্বার্থে অন্যান্য তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও হিসাব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।
(৪) কোম্পানি প্রতি অর্থ বৎসর যথাযথভাবে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহার বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং, সময়ে সময়ে, সরকারের চাহিদা মোতাবেক, রিটার্ন, প্রতিবেদন এবং বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।
(৫) কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে সাবসিডিয়ারী কোম্পানি ও প্রতিটি স্বতন্ত্র 'তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Fund Management Unit)' কর্তৃক নিয়োগকৃত বহির্নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং সাবসিডিয়ারী কোম্পানি ও প্রতিটি স্বতন্ত্র 'তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Fund Management Unit)'-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিবে।
(৬) পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নিয়োগকৃত বহির্নিরীক্ষক কোম্পানির আর্থিক বিবরণী এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদি নিরীক্ষাপূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের অনুলিপি যথাযথ সুপারিশসহ সরকার ও কোম্পানির পর্ষদ বরাবর সরবরাহ করিবে।
(৭) কোম্পানি নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট বছরের কার্যক্রমের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রত্যেক অর্থবৎসর সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

২১। কর, শুল্ক, মুসক, নিবন্ধন ফি হইতে অব্যাহতি, ইত্যাদি - (১) কোম্পানির আয় বা মুনাফা প্রাথমিকভাবে ১০ (দশ) বৎসরের জন্য কর অবকাশ (tax holiday) সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।
(২) কোম্পানি কর্তৃক সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে যে-কোনো ধরণের মুসক ও শুল্ক হতে অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।
(৩) কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত সম্পদ ইজারা, বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ফি ও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে।
(৪) রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ নং আইন)-এ যাহাই থাকুক না কেন বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কর্তৃক যে-কোনো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয়কৃত খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণের বিপরীতে ইস্যুকৃত সিকিউরিটি রসিদ/ইন্সট্রুমেন্টসমূহ বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি হইতে অব্যাহতি পাইবে।
(৫) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে, কোম্পানি (BAMCO) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতব্য কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি'র)-এ নিবন্ধিত হইবার ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি হইতে অব্যাহতি পাইবে।

২২। মুনাফা বণ্টন, সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা - (১) কোম্পানি একটি সংরক্ষিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে যাহাতে বার্ষিক নিট মুনাফা হইতে পর্ষদ কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত একটি অংশ জমা থাকিবে।

(২) এই ধারার দফা (১)-এ বর্ণিত অংশ বাদ দেওয়ার পর এবং দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বা ফান্ড/ফান্ড ম্যানেজার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সুবিধাদি অথবা তাহাদের স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের খরচ মিটাইবার পর কোম্পানি বার্ষিক নিট মুনাফার উদ্বৃত্ত অংশ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে লভ্যাংশ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে; তবে উল্লেখ থাকে যে, কোম্পানি উহার প্রাথমিক ব্যয়, সাংগঠনিক ব্যয়, বিভিন্ন সম্পদের উপর রক্ষিতব্য সংস্থান, লোকসান এবং অন্যান্য ব্যয়সহ মূলধনি ব্যয়ে পরিণত হইয়াছে এইরূপ সকল ব্যয় সম্পূর্ণরূপে অবলোপন না করিয়া লভ্যাংশ বন্টন করিবে না।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিট মুনাফা নির্ধারণ, সংরক্ষিত তহবিলে জমার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ পরিশোধ, উদ্বৃত্ত অংশ ঘোষণা, লভ্যাংশের পরিমাণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) কোম্পানি, পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে, উদ্বৃত্ত তহবিল বা মুনাফার অর্থ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বা সিকিউরিটিজ বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা বন্ড বা ডিবেঞ্চার বা পুঁজিবাজারে বা অন্য যে-কোনো উপায়ে বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে।

২৩। ঋণ গ্রহণ ও তহবিল সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা - কোম্পানি ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঋণ গ্রহণ এবং তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে, যথা:

(১) দীর্ঘ মেয়াদে সরকারি উৎস হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে;

(২) জামানতসহ বা জামানত ব্যতিত মানি রিসিট বা গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে যে-কোনো (দেশি বা বিদেশি) ব্যাংক বা অন্যান্য যে-কোনো (দেশি বা বিদেশি) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো উৎস (দেশি বা বিদেশি) হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে;

(৩) বাংলাদেশের ভিতরে পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত বা বাংলাদেশের বাহিরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শর্তাধীনে নির্দিষ্ট সুদের হারে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার, কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড এবং ডিবেঞ্চার-এর আসল ও সুদের পরিশোধ পুনঃনিশ্চিতকরণের নিমিত্ত, উল্লিখিত বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদান করিবে।

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনার স্বার্থে খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের মূল্য নির্ধারণ, সম্পদের মূল্য নির্ধারণ, ক্রয়বিক্রয় বিধিমালা বা প্রয়োজনীয় অন্য যে-কোনো বিধিমালা প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার দফা (১)-এ উল্লিখিত খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের মূল্য নির্ধারণ, সম্পদের মূল্য নির্ধারণ, ক্রয়বিক্রয় বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ ব্যতিরেকে কোম্পানি খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা - পর্ষদ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের বিধানাবলি বা বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। মামলা করিবার অধিকার ইত্যাদি - (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নং আইন)-এর ধারা ২-এর উপধারা (ক)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোম্পানি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোম্পানি কর্তৃক কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ ক্রয় সম্পাদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের জামানতসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোম্পানির আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ ক্রয় করা হইয়াছিল, সেই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায়, এতৎসংশ্লিষ্ট আদালতে কোম্পানিরও অনুরূপ মামলা দায়ের করিবার বা মামলায় পক্ষ হইবার অধিকার বা সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং, দায়েরকৃত মামলায়, ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ প্রদানকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থলাভিষিক্ত হইবার অধিকার থাকিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান-সাপেক্ষে, বিদেশি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ঋণ বা অগ্রিম প্রদানকারী বা বিনিয়োগকারী যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগকারী কোম্পানি বা ফান্ড/ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বা ব্যক্তির বরাবর প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রীম বা বিনিয়োগ বা ফান্ড (যা কোনো, দেশি বা বিদেশি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদানকৃত হউক বা না হউক) যদি খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণে পরিণত হয়; তবে, উক্ত বিদেশি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ঋণ বা অগ্রিম প্রদানকারী বা বিনিয়োগকারী যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগকারী কোম্পানি বা ফান্ড/ফান্ড ম্যানেজার-এর সহিত কোম্পানির সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী, ঐ খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ কোম্পানি ক্রয় করিতে পারিবে

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে এই ধারার দফা (২)-এর ন্যায় কোম্পানিরও অনুরূপ মামলা করিবার বা মামলায় পক্ষ হইবার অধিকার বা সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে এতৎসংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের স্থানীয় আইন প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইন)-এর ধারা ১০ অনুযায়ী কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ ক্রয়চুক্তি সম্পাদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের জামানতসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক যথাযোগ্য (eligible) পাওনাদারের ন্যায় কোম্পানিরও যথাযোগ্য (eligible) পাওনাদার হিসাবে দাবিকৃত অর্থ পাইবার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইন) ধারা ৭৪-এর উপ-ধারা (৪)-এর ন্যায় কোম্পানি সরকারি রিসিভার নিযুক্ত হইতে পারিবে।

(৫) তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি (BAMCO) কর্তৃক যে-কোনো আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে লিখিতভাবে ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বরাবর, খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ পরিশোধের জন্য, নির্ধারিত মেয়াদ উল্লেখপূর্বক কোম্পানি (BAMCO) নোটিশ প্রদান করিবে।

২৭। জামানতের উপর অধিকার ও স্বত্ব অধিগ্রহণ ইত্যাদি – (১) আপাতত বলবৎ যে-কোনো চুক্তি বা অন্য যে-কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানি, ডিবেঞ্চার বা বন্ড বা এইরূপ অন্য যে-কোনো সিকিউরিটি রিসিট/ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যু অথবা চুক্তি করিবার মাধ্যমে, যে-কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ ক্রয় করিতে পারিবে এবং আলোচ্য ক্রয়চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে, ধারা ২৭-এর দফা (৪)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোম্পানি (BAMCO), উহার দাবিকৃত পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য যথাযোগ্য (eligible) পাওনাদার হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) The Stamp Act, 1899 (ACT NO. II Of 1899)-এ যাহাই থাকুক না কেন, দফা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোম্পানি কর্তৃক যে-কোনো, দেশি বা বিদেশি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয়কৃত খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট জামানতের ব্যবস্থাপনা, পূনর্গঠন বা সিকিউরিটাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক থেকে কোম্পানি অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবে।
(৩) The Transfer of Property Act, 1882 (ACT NO. IV Of 1882)-এর ধারা 69 ও ধারা 69(A)-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দফা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে-কোনো আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতীত, কোম্পানি কর্তৃক কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ ক্রয়ের সাথে সাথে খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত বন্ধকীকৃত সম্পত্তিসহ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ বা অগ্রীম প্রদানকারী বা বিনিয়োগকারী হিসাবে, গ্রাহকের যেসকল সম্পদের উপর তাদের পাওনা আদায়ের অধিকার জন্মায়, ঐ সকল সম্পদের উপর কোম্পানিরও অনুরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
(৪) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার দফা (৩)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোম্পানী আইনগতভাবে বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা ও স্বত্ব অর্জন করিবে এবং উক্ত সম্পত্তি নিজ দখলে রাখিয়া বৈধ মালিক দখলকার হিসাবে সম্পত্তির ভোগ, দখল, বিক্রয়সহ সকল আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি (BAMCO) কর্তৃক এইরূপ অধিকার ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে, লিখিতভাবে, ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বরাবর, কোম্পানির (BAMCO) দাবিকৃত পাওনা অর্থ পরিশোধের জন্য, নির্ধারিত মেয়াদ উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।
(৫) দফা (৪)-এ উল্লেখিত ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি নোটিশ প্রদানের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কোম্পানির দাবিকৃত পাওনা অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, কোম্পানি কর্তৃক ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে উক্ত খেলাপী ও ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট জামানতের দখলী স্বত্ব যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নিকট লিজ প্রদান বা বিক্রয় করিতে পারিবে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত জামানতের পুনর্গঠন, ব্যবস্থাপনা, লিজ প্রদান বা বিক্রয়ের জন্য ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।
(৬) ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত নিবন্ধিত সম্পত্তির মূল্য কোম্পানির দাবিকৃত পাওনা আদায়ে যথেষ্ট না হইলে, কোম্পানির পূর্ণ পাওনা আদায়ে আইনগত অধিকার থাকিবে এবং ইহারই ধারাবাহিকতায় প্রচলিত বিধিবিধান বা আইনের আলোকে ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি অথবা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নিবন্ধনবিহীন সম্পত্তি অথবা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির অংশীদার বা পরিচালকদের বা গ্যারান্টরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (দেশে ও বিদেশে) হইতে উক্ত অবশিষ্ট পাওনা আদায় করিতে পারিবে।

২৮। কর্তৃত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা ইত্যাদি – (১) ধারা ২৮-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানি (BAMCO) কর্তৃক খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি (BAMCO) কর্তৃক এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট নিয়োগ করিবার পূর্বে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোটিশ প্রকাশ করিতে হইবে।
(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নং আইন)-এর বিধান-সাপেক্ষে ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানি হইলে, কোম্পানি (BAMCO) এক বা একাধিক বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট উক্ত কোম্পানির পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে।
(৩) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নং আইন)-এর বিধান-সাপেক্ষে ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা কোম্পানি না হইয়া, অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইলে, সেক্ষেত্রে কোম্পানি (BAMCO) এক বা

একাধিক বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) দফা (১), (২) ও (৩)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পত্রিকায় নোটিশ প্রকাশের সাথে সাথে এক বা একাধিক বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট, পরিচালক বা প্রশাসক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) দফা (৪)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পত্রিকায় নোটিশ প্রকাশের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পরিচালক বা ব্যবস্থাপকগণের পদ শূণ্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত পরিচালক বা ব্যবস্থাপকগণের সহিত সম্পাদিত কোম্পানির সকল চুক্তি বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নং আইন)-এর বিধান-সাপেক্ষে উক্ত ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণ উক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান বা শেয়ার হোল্ডারদের সভায় কোম্পানি (BAMCO) পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কোম্পানির অবসায়নের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আইনত বৈধ হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, সম্পূর্ণ খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ বা কোম্পানির দাবিকৃত আইনসংগত পাওনা পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির আবেদনের প্রেক্ষিতে কোম্পানির (BAMCO) অনুমোদনক্রমে পুনরায় উক্ত কোম্পানির ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব গ্রহণ ও পরিচালনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে।

(৬) দফা ৫-এ যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, কোম্পানি (BAMCO) কর্তৃক কোনো খেলাপী বা নন-পারফর্মিং ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ ক্রয় করিবার পর সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিকট কোনো পক্ষের কোনো দেনা থাকিলে কোম্পানিরও (BAMCO) উক্ত দেনার উপর অধিকার জন্মাইবে এবং কোম্পানি (BAMCO) উহা আদায় করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য, কোম্পানি (BAMCO) যাবতীয় পাওনা আদায় করিবার পর যদি অবশিষ্ট কিছু অর্থ থাকে তাহা হইলে কোম্পানি (BAMCO) উক্ত অবশিষ্ট অর্থ দিয়া উক্ত কোম্পানির পাওনাদারকে পাওনা পরিশোধ করিতে পারিবে এবং এইখানে আরও উল্লেখ্য, কোম্পানি (BAMCO) যাবতীয় পাওনা পরিশোধের পর তৎপরবর্তী অন্যান্য পক্ষের পাওনা পরিশোধিত হইবে।

২৯। বিরোধ নিষ্পত্তি – (১) কোম্পানি (BAMCO) কর্তৃক, যে-কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে, ক্রয়কৃত খেলাপী বা ননপারফর্মিং ঋণের বিক্রয়, সংরক্ষণ, আদায়, পুনর্গঠন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও ব্যবস্থাপনা, ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা রূগ্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্সিং, আধুনিকায়ন, বিস্তার ও প্রতিস্থাপন (BMRE), পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা, এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির (BAMCO) সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই ধারার দফা (১)-এর বিধান পরিপালনের লক্ষ্যে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে, সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (দেশি বা বিদেশি) কোম্পানির পর্ষদ বরাবর পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পর্ষদের বরাবর পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা ব্যতীত সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (দেশি বা বিদেশি), অন্য যে-কোনো আদালতে (দেশি বা বিদেশি) কোনো মামলা করিতে পারিবে না।

(৩) আরও উল্লেখ থাকে যে, এই ধারার দফা (২)-এর বিধান পরিপালনসাপেক্ষে, সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (দেশি বা বিদেশি) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আওতায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অথবা আরবিট্রেশন আইন, ২০০১ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

৩০। বিশেষ ক্ষমতা - অন্য আইনে যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন কোম্পানির কমিশন, ব্রোকারেজ ফি, এজেন্সি ফি বা অন্য যে-কোনো চার্জ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রহণ বা প্রদানের বিষয়ে, পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, সময়ে সময়ে, কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৩১। বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তার ঘোষণা - কোম্পানির চেয়ারম্যান, পরিচালক, নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, অডিট কমিটির সদস্যগণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ, অন্যান্য কমিটির সদস্যগণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক, বহির্নিরীক্ষক, আপস-আলোচনাকারী (negotiator), পরামর্শক, এজেন্ট, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

৩২। অপরাধ ও শাস্তি – (১) কোম্পানির লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ কোম্পানির নাম ব্যবহার করিলে বা কোনো বিজ্ঞপ্তি দিলে বা ধারা ৪-এর দফা (৪)-এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায় পরিচালনা করিলে, যে-কোনো আদালতে তাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং এই অপরাধে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর কারাদন্ড বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।
(২) যদি পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা কোনো কর্মচারী ধারা ৩১-এ প্রদত্ত বিশ্বস্ততার ঘোষণা ভঙ্গ করেন তবে তিনি সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
(৩) কোম্পানির পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত ও স্বাক্ষরিত অভিযোগ ব্যতীত অন্য কোনো অভিযোগ কোনো আদালত অপরাধ আমল গ্রহণ করিবে না।

৩৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রম রক্ষণ – আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের জন্য বা সরল বিশ্বাসে কোনো কিছু সম্পাদন করিবার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বা সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকিলে তাহার জন্য সরকার বা বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে বা (উহাদের কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে) কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

৩৪। কোম্পানির অবসায়ন – 'বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি'-এর অবসায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানী আইনের বিধানাবলি কোনো ভাবেই প্রযোজ্য হইবে না এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত আইন ব্যতিরেকে কোম্পানির অবসায়ন কোনো ভাবেই ঘটানো যাইবে না।

৩৫। গবেষণা ও উন্নয়ন – পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে কোম্পানি খেলাপী ও ননপারফর্মিং জামানতী ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগ-এর ক্রয়, বিক্রয়, আদায়, ব্যবস্থাপনা, হ্রাসকরণ, এবং 'অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট' ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কোম্পানি স্থানীয় বা বিদেশি যে-কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত যে-কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বা যে-কোনো ফোরাম বা সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৬। সংশোধন করিবার ক্ষমতা – কোম্পানি প্রয়োজন মনে করিলে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এই আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।